সাবজেক্ট : ফিজিক্যাল এডুকেশন

সেকেন্ড সেমিস্টার

ইউনিট 4

প্রশ্ন:- নেতৃত্বদানের সংজ্ঞা দাও? **মান** 5

উত্তর:-

নেতৃত্বদান একটি বিস্তৃত শব্দ| যার সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রবিশেষ এ ভিন্ন ভিন্ন হয়| নেতৃত্ব দান সম্পর্কে বলতে ব্যরো বলেছেন, " লিডারশিপ বিহেভিওরাল প্রসেস অফ ইনফ্লুইং ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপস টুওয়ার্ডস সেলফ গোলস." অর্থাৎ কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা দল কে প্রভাবিত করার আচরণগত প্রণালী কে বলে নেতৃত্বদান

অ্যালবার্ট ও কিটি এর মতে, " নেতৃত্ব হল বল প্রয়োগ না করে স্বেচ্ছায় অনুগামীদের কাছ থেকে কামনীয় বা পছন্দের কাজগুলি কে সুরক্ষিত করার ক্ষমতা "

জর্জ এবং টেরের মতে, " লিডারশিপ ইজ দি অ্যাক্টিভিটি অফ ইনফ্লুয়েন্সিং পিউপিল টু স্ট্রিভ উইলিংলি ফর গ্রুপস অবজেক্টিভস " অর্থাৎ নেতৃত্ব হল দলের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করতে মানুষকে প্রভাবিত করার কার্যকলাপ|

আমাদের মতো করে বলতে গেলে - নেতৃত্ব বলতে বুঝি, এক ধরনের মানসিক প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা যা একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে| একটি দল বা গোষ্ঠী কে প্রভাবিত করতে পারে| বিশেষভাবে তার অনুগামীদের মহৎ, সৎ, বৌধ পরিকল্পনা ও কর্মের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে |

.....

প্রশ্ন:- নেতৃত্তের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানো লেখ! **মান** 10

উত্তর:-

একজন সফল শারীর শিক্ষার শিক্ষক বা নেতা হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়| নেতৃত্ব সম্পূর্ণ আলাদা গুণ, নেতৃত্ব বলতে বোঝায় এক ধরনের ক্ষমতা যা একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে| একটা দল বা গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে| সুতরাং কোন দল বা গোষ্ঠীর কাজ কতটা ভালো হবে তা নির্ভর করে ওই গোষ্ঠীর নেতার নেতৃত্বে উপর| নেতৃত্ব যে বিষয়গুলির উপর বা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

1) নেতৃত্ব হল একটি ব্যক্তিগত গুণাবলী বা দক্ষতা|

2) এটি শুধুমাত্র একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যমান|

3) নেতৃত্ব শুধুমাত্র অনুগামীদের সঙ্গে বিদ্যমান অর্থাৎ অনুগামী না থাকলে নেতৃত্ব নেই|

4) এটি মানুষের অনুসরণ করার আগ্রহ বা ইচ্ছা যা ব্যক্তি কে একজন নেতা করে তোলে|

5) নেতৃত্ব হল প্রভাবের একটি প্রক্রিয়া| এর মানে হলো- একজন ভালো নেতা সর্বদা তার অধস্তনদের আচরণ, মনোভাব এবং বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে|

6) নেতৃত্ব সব রকম পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে জড়িত থাকে|

7) নেতৃত্ব হল পেশা বা দলের সঙ্গে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করার জন্য অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করার কাজ|

8) নেতৃত্তের শৈলী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আলাদা হয়ে থাকে বা বিভিন্ন হয়ে থাকে|

....

প্রশ্ন:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন সুদক্ষ নেতার গুণাবলী সম্পর্কে যা জানো লেখ! **মান** 15

উত্তর:-

সুদক্ষ নেতৃত্ব দান শারীর শিক্ষার কার্যক্রমে প্রকৃত স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে বলা যেতে পারে| প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট ও দক্ষ নেতৃত্ব দানের উপরে শারীর শিক্ষার কর্মসূচি রূপায়ণে বহুলাংশে নির্ভর করে| একজন নেতার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা টি হল, -" লিডার আর বর্ণ নট মেড. " অর্থাৎ নেতার জন্ম হয় তাকে কখনো তৈরি করা যায় না| যে সকল ব্যক্তির মধ্যে সাহস, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, রসবোধ ইত্যাদি গুনগুলির বিকাশ ঘটে এবং সেই সকল গুণাবলিকে লালন করে থাকে সে প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত নেতা হয়ে ওঠে | যেহেতু এই সমস্ত গুণাবলী জন্মগতভাবে হয়ে থাকে তাই বলা হয় নেতার জন্ম হয় তাকে তৈরি করা যায় না | তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সমস্ত গুণাবলী পরিমার্জন ও উন্নয়ন সম্ভব| তুমি যদি নিজেকে নেতা হিসেবে তৈরি করতে চাও তবে নৈতিকভাবে তুমি সকলের ভেতরে থাকবে এবং এর দ্বারাই তোমার মধ্যে সকলের থেকে আলাদা হওয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে| মানুষ তোমাকে অনুসরণ করতে চাইবে যখন এটি ঘটবে তুমি পৃথিবীর সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারবে|

অর্থাৎ সুদক্ষ ওষুধ নেতা তার গুণাবলীর দ্বারা সকলের থেকে আলাদা হবে| একজন সুদক্ষ নেতার কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

1) চরিত্র:- একজন নেতার কাজের মাধ্যমেই তার চারিত্রিক দৃঢ়তার বিকাশ পায়| জন্মগতভাবে তিনি প্রতিভাধর হতে পারেন কিন্তু চারিত্রিক গুণাবলী তাঁকে অর্জন করতে হয়| চারিত্রিক গুণ গুলি এমন ভাবে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজন যা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে| সুদক্ষ নেতাকে অবশ্যই চরিত্রবান হতে হবে|

2) দক্ষতা:- নেতার শারীর শিক্ষার উপর শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলে চলবে না তাকে অনুশীলন মূলক টেকনিকে ও দক্ষ হতে হবে| অর্থাৎ তিনি তাঁর বিষয়ে ও পেশার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হবেন|

3) কর্মচঞ্চল:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতাকে সর্বদাই এনার্জেটিক থাকতে হবে| কর্মচাঞ্চল্য হলো এই পেশার মৌলিক প্রয়োজন|

4) বুদ্ধিমান:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতার বুদ্ধিমত্তা থাকা উচিত |প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমত্তা হল বিভিন্ন জটিল সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য একজন ব্যক্তির ক্ষমতা| অর্থাৎ তিনি সহজে জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন| শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন বুদ্ধিমান নেতা এই পেশার আশীর্বাদ স্বরূপ |

5) মনোযোগ দান:- একজন দক্ষ ও সুদক্ষ নেতা অনুগামী বা সাধারণ ব্যক্তিবর্গের কথা মন দিয়ে শুনবেন| নেতা সব সময় তার অনুগামীদের বলার সুযোগ দেবেন| ধৈর্য ধরে বা মনোযোগ দিয়ে সোনাটাও একটা বিশেষ গুণ যা অবশ্যই একজন সুদক্ষ নেতার মধ্যে থাকতে হবে|

6) বিচক্ষণ:- বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারাই একজন নেতা পরিপূর্ণতা লাভ করে| যে কোন কঠিন পরিস্থিতি বিচক্ষনতার সাহায্যে বিশ্লেষণ করণের এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই তাকে আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে |

7) শিখন দক্ষতা:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতার বিভিন্ন শিখন দক্ষতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে| যদিও শিখন শারীর শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে শ্রেণিকক্ষে পড়ানো হয় সুতরাং নেতাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দক্ষ হতে হবে এটাই বাঞ্ছনীয় |এর পাশাপাশি তার শরীরের ভাষা, অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হবে|

8) বন্ধুত্ব এবং স্নেহ:- এই পেশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণাবলী হলো স্নেহ বাৎসল্য ও বন্ধুত্ব| এই গুণাবলী শারীর শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিশেষ করে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নত হয়|

9) সৃজনাত্মক:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতাকে সৃজনশীল হতে হবে| নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যা ধনাত্মক সাইন দেখাবে|

10) প্রাক্ষোভিক বোধ:- নেতার ক্রোধ ভয় লোভ-লালসা ঘৃণা ঈর্ষা প্রভৃতি প্রাক্ষোভিক আচার-আচরণ সংহত করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়|

11) সুস্বাস্থ্য:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতার ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া উচিত অর্থাৎ কোনো ক্লান্তির অনুভূতি ছাড়া একজন নেতা যাতে দীর্ঘক্ষন কাজ করতে পারে |

12) অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান:- এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নেতারা অবশ্যই অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্মান করবে | কারণ তিনি যদি অন্যদের সম্মান না করেন তাহলে উনাকেও অন্য কেউ সম্মান করবে না |

13) সামাজিক:- শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতাকে সামাজিক হতে হবে | তাকে অবশ্যই ভাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক গুণের অধিকারী হতে হবে|

14) আকর্ষণ করার ক্ষমতা:- সুউত্তম নেতা নিজের কাজের দ্বারা তার অনুগামীদের নিজের প্রতি আকর্ষিত করেন এই আকর্ষণ করার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে অপরের জন্য ভাবতে হবে. যে নিজের কথা না ভেবে সর্বদাই অনুগামীদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করেন তিনি আকর্ষণীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন|

15) নিরাপত্তা দান:- সুদক্ষ ও সুউত্তমনেতা তার অনুগামী বা সমর্থকদের নিরাপত্তা জনিত কারণে| একজন নেতা যদি নিজেই নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন বাদলের সাফল্যের কৃতিত্ব দলের মধ্যে বন্টন করতে না পারেন তবে তিনি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হন| নিরাপত্তা বলতে বোঝায় সদস্যবর্গ বা অনুগামীদের দলের প্রতি আনুগত্যতা নেতারা অনুগামীদের নিরাপত্তা দান করার মাধ্যমে তাদের আনুগত্য লাভ করতে পারেন |

16) সুপরিচালক :- নেতাকে হতে হবে শু সংগঠক ও পরিচালক| পরিচালন ও সংগঠন ব্যবস্থা সুস্থ হলে শারীর শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা অনীহা দেখায় ও নেতাকে অনুসরণ করতে চায় না|

17) ফোকাস:- লক্ষ্য স্থির করা বলতে বোঝায় কর্তব্য স্থির করা |এর দুটি মূল উপাদান হল অপূর্ণতা ও অধ্যাবসায় যে কোন নেতা তার কাজের অগ্রগতি জানতে পারেন কিন্তু অধ্যবসায় না থাকলে কাজটি সম্পন্ন হয় না|

18) দূরদর্শিতা:- একজন সফল নেতাকে অবশ্যই দূরদর্শী সম্পন্ন হতে হবে |দলের লক্ষ্য স্থির করে অনুগামীদের নিরাপত্তা দান করে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে দলটিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে |

19) বিশ্বাসযোগ্যতা:- সুদক্ষ নেতাকে অবশ্যই তার অনুগামীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীদের কে ও নেতার বিশ্বাস করতে হবে যাতে করে উভয় দিক থেকে বিশ্বাসের এক সুদৃঢ় বন্ধন অটুট থাকে|

20) নিরপেক্ষতা:- নেতার নিরপেক্ষতার উপরেই দলের সাফল্য নির্ভর করে |তিনি কখনোই সদস্যদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না নিরপেক্ষতা একজন সুদক্ষ নেতার অন্যতম প্রধান গুণ|

.....

প্রশ্ন :- নেতৃত্বের প্রকারভেদ তাদের বৈশিষ্ট্য সুবিধা ও অসুবিধা গুলি লেখ| **মান** 15

অথবা

নেতৃত্ব দানের বিভিন্ন পদ্ধতি গুলির বৈশিষ্ট্য সুবিধা ও অসুবিধা সহ আলোচনা করো|

উত্তর:-

পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গকে পরিচালিত করার নীতি কে বা কাকে বলে নেতৃত্ব দান | সামাজিক পরিস্থিতিতে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ককে নির্দেশ করে নেতৃত্বদান পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে নেতার পরিবর্তন ঘটে |একটি পরিস্থিতির অপর পরিস্থিতির গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে| একটি পরিস্থিতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তার কারণে যেমন নেতৃত্বদানের বিভিন্নতা ঘটে ঠিক তেমনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বদানের বিভিন্নতার কারনে বিভিন্ন প্রকৃতির নেতার জন্ম হয়| নেতা বিশেষে নেতৃত্বদানের একটি পদ্ধতি আলাদা আলাদা হয়| আমরা সাধারণত 4 প্রকারের নেতা এবং তার পদ্ধতির কথা জানি -

1) এক নায়ক তান্ত্রিক নেতা|

2) গণতান্ত্রিক নেতা|

3) আমলাতান্ত্রিক নেতা|

4) আবেগ প্রধান নেতা|

1**) একনায়কতান্ত্রিক নেতা:-**

বৈশিষ্ট্য:-

a) একনায়কতান্ত্রিক নেতা সব সময় সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করেন|

b) এই নেতারা যে প্রকল্প বা কাজ হাতে নেন তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে রাখেন এবং নিজের দায়িত্বে কাজ শেষ করেন|

c) একনায়কতন্ত্র নেতারা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না|

d) এই ধরনের নেতারা তাদের অনুগামীদের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ করেন না|

e) একনায়কতন্ত্রের নেতারা কর্মী বর্গের কৃতিত্ব স্বীকার করেন না|

সুবিধা:-

একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বদান পদ্ধতি বেশ কিছু সুবিধা লক্ষ্য করা যায় |যে গুলি হল-

a) ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে দলগত খেলায় যখন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় তখন এই পদ্ধতি সফলভাবে প্রযুক্ত হয়|

b) এক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় কারণ এই পদ্ধতিতে নেতা কোন অধস্তন বা অনুগামীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন না|

c) এই পদ্ধতি নেতার উপর থেকে চাপ কমাতে সাহায্য করে কারণ তিনি জানেন যে পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে|

অসুবিধা:-

একনায়কতন্ত্র পদ্ধতির যেমন কিছু সুবিধা ছিল তেমন কিছু অসুবিধা ও লক্ষ্য করা যায় যা হলো-

a) এই প্রকার নেতৃত্বদান পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তাকে না|

b) কর্মী পৃন্তের কর্মক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করে|

c)অধস্তন কর্মীবৃন্দের নেতৃত্বদানকারী সক্ষমতা বা নিপুণতা বিকাশের কোন সুযোগ থাকেনা |

একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বদানের ব্যবহারিক ক্ষেত্র:-এই পদ্ধতি ব্যবহারের সর্বোৎকৃষ্ট সময় হলো -

A) তাৎক্ষণিক প্রকল্প বা খেলা বা ক্রীড়া কর্মসূচির ক্ষেত্র|

B) যে কাজে নিপুণতার প্রয়োজন কম সেই ক্ষেত্রে|

2) গণতান্ত্রিক নেতা:-

বৈশিষ্ট্য:-

a) গণতান্ত্রিক নেতা নিজে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না |তিনি সকল সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন|

b) প্রত্যেক কর্মী তাদের কাজের ব্যাপারে নেতা বা অধিকর্তা সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পায়|

c) এই পদ্ধতি অনুসারে নেতা প্রতিনিয়ত বা ধারাবাহিকভাবে অনুগামিবৃন্দের মতামত প্রত্যাশা করেন এবং এক্ষেত্রে দু'পক্ষই তাদের ব্যক্তিগত নিপুণতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পায় |

সুবিধা:-

a) এই পদ্ধতিতে সকলের সাফল্যের কৃতিত্ব পাওয়া যায় বলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাস পায়; এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে |

b) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্মীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে অংশগ্রহণ করে ও প্রেষিত থাকে|

c) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলের সদস্যরা কাজের মধ্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে!| কারণ তারা কাজের সুফল এর মধ্যে নিজেদের কৃতিত্ব কে খুঁজে পায় এবং নেতৃবর্গ তাদের কাজের কৃতিত্ব কে স্বীকার করেন|

অসুবিধা:-

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দান পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও এর কিছু অসুবিধা লক্ষণীয় যা নিম্নরূপ-

a) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি বলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরি হয়|

b) এই পদ্ধতিতে নেতাকে কর্মী ও অধস্তনদের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয় ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগসন্ধানী কর্মীরা নেতাকে অপদস্ত করে ও বিক্ষোভ শুরু করে|

c) জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হলে এই পদ্ধতি কার্যকর করা যায় না|

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দান কখন বেশি ব্যবহার্য:- এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সর্বোৎকৃষ্ট সময় হলো-

a) একদল নতুন সদস্য যারা ইতিপূর্বে একসঙ্গে কাজ করেনি তাদের একজোট করে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজে এই পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর হয়|

b) দলগত সংহতি প্রাধান্য পায় এবং দলের প্রতিটি সদস্যকে সমান সুযোগ দেবার প্রয়োজন হয়, তখন এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়|

3) আমলাতান্ত্রিক নেতা:-

বৈশিষ্ট্য:-

a) এই প্রকৃতির নেতা কর্মী সমর্থকদের প্রতি তখনোই সদয় হন যখন তারা ধারাবাহিকভাবে দল বা প্রকল্পের আইন কানুন মেনে চলেন|

b) এই পদ্ধতিতে নেতা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা তাদের পোদের উপর নির্ভর করে| যে কর তারপর যত উঁচুতে তার ক্ষমতা তত বেশি|

c) আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য দানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আইন-কানুনের প্রতি অগাধ আস্থা|

d) এই পদ্ধতিতে রীতিমাফিক নেতা ও সদস্যের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন লক্ষ্য করা যায়||

সুবিধা:-

a) যখন দপ্তর অনুসারে কাজ বন্টিত থাকে তখন এই পদ্ধতি কার্যকর হয়|

b) এই পদ্ধতিতে আইন-কানুন প্রাধান্য পায় বলে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন চালু থাকে এবং কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে|

c) এই পদ্ধতিতে প্রকল্পের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়|

অসুবিধা:-

a) আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে দীর্ঘদিন একই কাজ একই পদ্ধতিতে করতে করতে কর্মীরা হাপিয়ে ওঠে|

b) কর্মীদের দক্ষতা প্রাধান্য পায়না বলে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে না বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ে দল বা প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়|

c) দপ্তর গত বিভাজন ও পদ প্রাধান্য পায় বলে বিভিন্ন নেতার মধ্যে একটি দপ্তরের নেতার সঙ্গে অপর দপ্তরের নেতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় |

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব দান কখন বেশি ব্যবহার্য:- এই পদ্ধতি ব্যবহারের সর্বোৎকৃষ্ট সময় হল-

a) যখন দল বা কর্মীদের উপর আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন|

b) ধারাবাহিক ভাবে উৎপাদন বা অগ্রগতি বজায় রাখা প্রয়োজন হয় তখন|

4) আবেগ প্রধান নেতৃত্ব:-

বৈশিষ্ট্য:-

a) এই পদ্ধতিতে নেতা সবসময় কর্মীদের দিকে হাত বাড়িয়ে থাকেন|

b) কর্মী বা অনুগামীরা নিজেরাই লক্ষ্য স্থির করেন সমস্যার সমাধান করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেন|

c) এক্ষেত্রে নেতা বা অধিকর্তা খুব কম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কর্মী বা অনুগামীদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেন|

সুবিধা:-

a) নেতা অনুগামী বা কর্মীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেন|

b) আবেগ প্রধান নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে কর্মীরা বা অনুগামীরা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পান|

c) আবেগ প্রধান নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে কর্মীরা অনুগামীরা নেতার থেকে সুবিধা বা সাহায্য পেয়ে থাকেন|

অসুবিধা:-

a) এই পদ্ধতিতে নেতা তার কর্মী অনুগামীদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল থাকেন তাই অনেক সময় নেতার অবর্তমানে কর্মীবৃন্দ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন|

b) নিয়মিত কর্মী দের মতামত গ্রহণ বা ফলাফল সম্পর্কিত জ্ঞান আরোহন করা নেতার পক্ষে সম্ভব হয় না|

আবেগ প্রধান নেতৃত্ব কখন বেশি ব্যবহার্য:- এই পদ্ধতি ব্যবহারের সর্বোৎকৃষ্ট সময় হল-

a) কর্মী বা অনুগামিবৃন্দ কাজ করতে পেরে গর্ব অনুভব করে এবং দল প্রকল্পের সাফল্য নিজেদের সাফল্য বলে মনে করে |

b) যখন কর্মী বা অনুগামীরা দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত হয় তখন বেশি ব্যবহার হয় এই পদ্ধতি|

.....

প্রশ্ন:-'বাই ' বলতে কী বোঝো? মান 5

উত্তর :-

যখন কোন প্রতিযোগিতায় কোন একটি দলকে বা একটি একটি ব্যক্তি কে অপর একটি দল বা ব্যক্তির তুলনায় একটি ম্যাচ কম খেলার অনুমতি দেয়া হয় তখন সেই দলকে বা ব্যক্তি কে প্রথম রাউন্ডে খেলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় একে বাই দেয়া বলে| এই বাই শুধুমাত্র প্রথম রাউন্ডেই দেয়া যায়|

.....

প্রশ্ন :-সিডিং পদ্ধতি বলতে কী বোঝো? মান 3

উত্তর:-

যে পদ্ধতিতে ভালো দক্ষতা দেখানো দলগুলিকে প্রথমদিকে না খেলিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে খেলার চেষ্টা করা হয় বা খেলানো হয় তাকে সিডিং পদ্ধতি বলা হয়|

.....

প্রশ্ন:-ক্রীড়া দিবস কি? মান 5

উত্তর:-

বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে বন্ধু সুলভ মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উপস্থাপনা করা হয়| কোন অঞ্চলের একটি বিদ্যালয় ক্রীড়া দিবস আয়োজক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়| ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে কোন অঞ্চলের একাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা সম্ভবত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে| ফিরা দিবসে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শারীর শিক্ষার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়| এই নির্দিষ্ট দিনকেই ক্রীড়া দিবস হিসেবে অভিহিত করা হয়|

.....

প্রশ্ন:- অন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা কি? মান 3

উত্তর:-

'ইন্ট্রামুরাল' শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়ে গঠিত| যার প্রথম শব্দ 'ইন্ট্রা' বলতে বোঝায় ভিতরে বা মধ্যে এবং অপর শব্দ 'মুরাল' বলতে বোঝায় দেয়াল বা প্রাচীর| এক কথায় বলা যায় যে, - যে সমস্ত প্রতিযোগিতা গুলোতে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বা প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিষ্ঠান চার দেয়ালের মধ্যে বা ভিতর সংঘটিত হয় তাকেই অন্তঃপ্রাচীর ইন্ত্রমুরাল কম্পেটিশন বলে|

.....

প্রশ্ন:- বহি প্রাচীর প্রতিযোগিতা বা এক্সট্রামুরাল কম্পেটিশন বলতে কী বোঝো? মান 3

উত্তর:-

'এক্সট্রামুরাল' শব্দটি দুটি লাতিন শব্দের সমন্বয়ে গঠিত| যার অর্থ হলো 'এক্সট্রা' অর্থাৎ অতিরিক্ত বা বাহির এবং অপরটি হলো 'মুরালিস' অর্থাৎ দেয়াল প্রাচীর| এক কথায় যে সমস্ত প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠান চার দেয়ালের মধ্যে সংগঠিত না হয়ে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান মধ্যে সংঘটিত হয় তাকে বহি প্রাচীর এক্সট্রামুরাল কম্পেটিশন বলে|

.....

প্রশ্ন:- অন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জানো লেখ| মান 10

উত্তর:-

অন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য:-

1) খেলার বিভিন্ন নিয়ম কানুন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষার্থীদের অভিহিত করা|

2) ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বদানের গুণাবলীর বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া|

3) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়ারদের চিহ্নিত করা ও বহি প্রাচীর প্রতিযোগিতার জন্য ভালো ভাবে তৈরি করা |

4) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক প্রাক্ষোভিক ও বৌধিক বিকাশ সাধিত করা|

5) অন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবসর সময় এর সদ্ব্যবহার করা |

গুরুত্ব:-

1) বিভিন্ন দলের খেলোয়ারদের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে|

2) ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল অন্তঃপ্রাচীর প্রতিযোগিতা|

3) ছাত্র ছাত্রীদের মানসিক তথা প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করা|

4) পরিচালকদের প্রতি আনুগত্য সম্মানবোধ বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি মানসিক বিকাশ ঘটে|

5) দুশ্চিন্তা মানসিক চাপের মুক্তি ঘটায়|

6) ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম|

.....

প্রশ্ন:- বহি প্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জানো লেখ| **মান** 10

উত্তর:-

বহি প্রাচীর প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য:-

1) এই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের বাছাই করা শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়|

2) এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়ারদের সাফল্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গৌরব বৃদ্ধি করে|

3) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শারীর শিক্ষার কর্মসূচির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়|

4) বহি প্রাচীর প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা তাদের সেরা দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পায়|

5) এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অচেনা-অজানা শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে|

6) ক্রীড়াক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য করে|

বহির প্রাচীর প্রতিযোগিতার গুরুত্ব:-

1) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায় এবং নিজেদের দক্ষতা মান ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ ঘটে|

2) খেলোয়ারদের নেতৃত্ব এবং খেলোয়ার সুলভ গুনগুলির বিকাশ ঘটে|

3) এই পদ্ধতিতে পরস্পরের মেলামেশার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ও সামাজিকতা বোধ জাগ্রত হয়|

4) বহির প্রাচির ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলোয়ারদের সাফল্য বিদ্যালয়ের গৌরব বাড়াতে সাহায্য করে|

5) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করে|

6) বহির প্রাচীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বোধ, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিকতা বোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আনুগত্য, ব্যক্তিত্ববোধ প্রভৃতি মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে|

7) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেরা খেলোয়ারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গুলি অনুষ্ঠিত হয় সেই কারণে প্রতিযোগিতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়|

.....

প্রশ্ন:- ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন বলতে কি বোঝো এবং ইভেন্টের নাম লেখ| **মান 5**

উত্তর:-

ট্রাক ইভেন্ট:- যে সমস্ত প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ট্রাকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাকে ট্রাক ইভেন্ট বলে| যেমন 100 মিটার 200 মিটার 400 মিটার 800 মিটার 1500মিটার দৌড় ইত্যাদি.

ফিল্ড ইভেন্ট:- যে সমস্ত প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ট্রাকের মধ্যে ফাঁকা অংশের ফিল্ডে বা মাঠে অথবা নির্দিষ্ট সেক্টরে অনুষ্ঠিত হয় তাকে ফিল্ড ইভেন্ট বলে | যেমন -হাইজাম্প লংজাম্প জ্যাভলিন থ্রো ইত্যাদি |

.....

প্রশ্ন:- একটি আদর্শ ট্রাকের কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? **মান 5**

উত্তর:-

1) ট্রাকের মোট দূরত্ব অবশ্যই 400 মিটার হবে|

2) ট্রাকটিকে অবশ্যই হতে হবে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর|

3) ট্রাকে আটটি লেন থাকতে হবে |

4) প্রতিটি লেনের চওড়া1.22 মিটার হতে হবে|

5) লেনের লাইন মারকিং 5 সেমি. থেকে বেশি হবে না|

.....

প্রশ্ন:- নেতৃত্বদান ও কার্যক্রমের নীতি সম্বন্ধে আলোকপাত করো! **মান 10**

উত্তর:-

কার্যকরী ও উৎকৃষ্ট নেতৃত্বদানের অনেক সংজ্ঞা ও তথ্য আছে |প্রত্যেক নেতা সাফল্য পাওয়ার জন্য নিজস্ব অকৃত্তিম ও অদ্বিতীয় নীতি এবং প্রণালী ব্যবহার করে থাকেন | প্রকৃত নেতৃত্বদানের কিছু রহস্য কে উপেক্ষা করা যায় না, এগুলি কেই নেতৃত্বদানের নীতি বলা হয় | আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহ পালন করা উচিত -

1) নেতৃত্ব হল একটি আচরণ, অবস্থা বা পদ নয় :- নেতা হলো তারা যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার মাধ্যমে পরিবর্তন সংঘটিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন| নেতা হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যান্য ব্যক্তিদের এমন ভাবে শক্তিশালী করেন যাতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন| মানুষ তাদের নেতাদের মনোনয়ন করেন | নেতারা তাদের আচরণ, মনোভাব ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষ তাদের মূল্যায়ন করেন | তাই নেতৃত্বদানের অন্যতম নীতি হলো- নিজের পদ আঁকড়ে না থেকে, নিজের অবস্থানে মগ্ন না থেকে, বাস্তববাদী আচরণ রপ্ত করা|

2) মানুষকে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম পথ হলো উদাহরণ স্থাপন বা ক্ষমতা স্থাপন করা :- প্রত্যেক নেতা তার দলের কাছে ফলাফল পেতে চায় | একটি সহজ সত্য হলো অনুগামী বা দলের সদস্যদের কাছে নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে হবে | নেতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শনের ধরণ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার উন্নয়নের ধারা যেন স্তব্ধ না হয় | অনুগামীরা প্রত্যেকে এই নেতাকে সব সময় ও সর্ব মুহূর্ত অনুসরণ করে কিন্তু কঠিন সময় বা বিপদের সময় সেই নেতাকে কেউ ছেড়ে যায়না যে নিজে কাজ করে এবং অনুগামীদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে |

3) নেতৃত্ব মানের প্রভাব বা ছাপ তৈরি করা :- ইতিহাসে বিভিন্ন মহান নেতাদের কথা বলা হয়েছে এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় একটি বিষয়ে সকলেই অভিন্ন; বিষয়টি হলো জনসাধারণ তথা সমাজের উপর প্রভাব বা চাপ তৈরি করা | নেতৃত্ব মানে শুধু লক্ষ্য স্থির করা এবং দলের লক্ষ্য পূরণ নয় | সামাজিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ে ছাপ রাখাই প্রতিভাবান নেতার অন্যতম কাজ |

4) সঠিক ও সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ :- নেতা হিসেবে একজনের উচিত সঠিক উপায়ে সমস্যার সমাধান, সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা |

5) কথা কম কাজ বেশি :- এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে কথা বেশি বলে কাজ কম করে তা ফলদায়ক হয় না | মানুষ যা দেখে তার প্রভাব যা শুনে তার প্রভাব থেকে অনেক বেশি হয় | তাই নেতাকে সব সময় কাজ দেখাতে হয় | সীমাহীন ও মূল্যহীন বক্তব্য রেখে নিজের ও অপরের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয় | পরিকল্পনা উপলব্ধি করার পর; একটি বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে দলের সকল সদস্য যেন কাজের প্রতি প্রেষণা লাভ করে

6) কৌশলগত দক্ষতা :- নেতা হিসেবে প্রত্যেকের জানা উচিত তার নিজের কাজ কি ? ও তার অধস্তন শিক্ষার্থী বা কর্মচারীদের কি দায়িত্ব | নিজো কৌশলে তা সম্পন্ন করাই আদর্শ নেতার কৌশলগত দক্ষতা বলে বিবেচিত হয় |

7) নিজেকে জানা ও নিজের উন্নতি সাধন :- নিজেকে জানার জন্য নিজের কর্মদক্ষতা বোঝা অতি অবশ্য প্রয়োজন | নিজে উন্নতি সাধন করার জন্য নিজস্ব গুণাবলীর প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধনের প্রয়োজন, যা অর্জন করা যায় নিজস্ব পঠন-পাঠনের দ্বারা আত্মসমীক্ষা এবং অন্যের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা | সর্বোপরি নিত্যনতুন ধারণা ও প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা নিজস্ব উন্নতি সাধনের সোপান |

8) ভুল মেনে নেয়ার ক্ষমতা :- যদি সব কাজেই মসৃণভাবে ভুল শূন্য ভাবে সংঘটিত হয় তবে দলের সদস্য তথা নেতার সক্ষমতার বিষয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয় না| ভুল হল কাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ যা কাজ করলে হতেই পারে এবং এই কাজ যারা সংঘটিত করছেন বা যার নির্দেশে সংঘটিত হচ্ছে তিনি তার কাজের ভুল মেনে নেয়ার বিরল গুণের অধিকারী হন তবে তিনি সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে প্রতিপন্ন হন |

9) মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন :- নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং দক্ষতা থাকলেও একটি ফাঁকা ঘরে বসে একা একা নেতৃত্ব চালানো যায় না | নেতৃত্তের অর্থ হলো অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, অন্যকে প্রভাবিত করা এবং সংশ্লিষ্ট থাকা | ফলদায়ক নেতৃত্বে ভিত্তি হলো সংযোগ স্থাপন মূলক নিপুণতা | একজন নেতা যদি ধারাবাহিকভাবে মানুষের সঙ্গে উন্নয়ন ঘটায় তবে তার বিস্ময়কর ফলাফল দেখা যায় |

10) একতাই শক্তি :- প্রত্যেক নেতার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো তার দল বা গোষ্ঠী | নেতার উচিত দলের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তিকে উজাড় করে দেওয়া এবং প্রতিনিয়ত একতার উপর জোর দেওয়া| দলে ভাঙ্গন ধরলে অনেক বড় মাপের নেতার পক্ষেও তার হাল ধরা সম্ভব নয় দলগত শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নেতা সর্বদাই দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করেন |

11) প্রাক্ষোভিক বোধ এবং নিঃস্বার্থতা :- নেতার ক্রোধ, ভয়, লোভ-লালসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আচার-আচরণ সংযত করার ক্ষমতা থাকতে হবে | ভালো নেতাকে শারীর শিক্ষার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বহু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় | তার কথাবার্তা, চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি, স্নেহ ও ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে |

.....

.....